মহিউদ্দীন আহমেদ
প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র
হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
রুম নং: ২০১-সি, পল্টন টাওয়ার (৩য় তলা)
৮৭, পুরানা পল্টন লাইন, (বক্স কালভার্ট লেন)
ফোন: (+৮৮০২) ৮৩৩১৭২৭
মোবাইল : ০১৭১৩ ০০৮৮২২
ফ্যাক্সঃ (+৮৮০ ২) ৮৩৩২৩১৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সুরা- আন নুরঃ ৫৫]

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ

গণমানুষের মুক্তির আন্দোলন

তারিখঃ ২০/১১/২০০৬

স্মারকলিপি

বরাবর
অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
সম্মানিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা
বঙ্গভবন
ঢাকা

বিষয়: খিলাফতের রাজনীতির পরিবেশ তৈরীর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের দাবীতে

জনাব রাষ্ট্রপতি,
হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ ২৮শে অক্টোবর-পরবর্তী চলমান সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করে আসছে। আমরা গত তিন সপ্তাহব্যাপী সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতা এবং ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। জাতির এই চরম সংকটের মুহূর্তে আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি একজন জাতির অভিভাবক ও মুসলিম হিসেবে দৃঢ়ভাবে পালন করবেন এই প্রত্যাশায় আমরা আপনার কাছে এই স্মারকলিপি পেশ করছি।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে চার দলীয় জোট ও চৌদ্দ দলীয় জোট নিজেদের দলীয় স্বার্থের অনুকূলে অনড় অবস্থান নেয়ার ফলে রাজনীতির অঙ্গনে এক শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ১৫ বছর এই দুই দল ও জোট চরম স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি আর লুটপাটের মাধ্যমে দেশবাসীকে বঞ্চিত ও প্রতারিত করেছে। সর্বশেষ এই সংকটের কারণে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আজ বিভক্ত ও বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। তদুপরি সংবিধান ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে জনগণকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের দিকে ঠেলে দিয়েছে বিএনপি-আওয়ামী লীগ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে এটাও লক্ষ্য করছি যে চলমান রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বিদেশী শক্তি অত্যন্ত তৎপর। মার্কিন-ভারত-ইইউ অপশক্তি আজকে প্রকাশ্যে বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এদেশের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করে দিচ্ছে। বিএনপি-আওয়ামী লীগের সংঘাতময় রাজনীতি ও বিদেশী শক্তির নির্লজ্জ তাবেদারির কারণেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এরা নগ্ন হস্তক্ষেপের সুযোগ পাচ্ছে। দুই জোটকে সংঘাতের দিকে লেলিয়ে দিয়ে এই অপশক্তি বাংলাদেশের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায়।

এই পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশের জনগণ দুই দল ও জোটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সবার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে চলমান সংকটের সমাধান নেই। বরং বর্তমান রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থাই এই সংকটের উৎস। দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটালে আগামী নির্বাচনে শুধুমাত্র লুটপাটের ক্ষমতা হাতবদল হবে, মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ঘিরে চলমান অর্থহীন বিতর্ক আজকে জাতিকে আরো সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমরা সবাই জানি যে পেশী শক্তি ও কালো টাকা প্রভাবিত নির্বাচনে বিএনপি অথবা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটই পুনরায় ক্ষমতায় আরোহণ করবে। আর বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী-বিএনপির হানাহানি, লুটপাট ও দুঃশাসন দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আজকে জনগণ এই দুই দল ও জোটের হাত থেকে চিরতরে মুক্তি চায়।

চলমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়ী ও মৌলিক পরিবর্তনের জন্য একই সাথে আমরা আপনাকে রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের অনুসরণে খিলাফতের রাজনীতির পরিবেশ তৈরীর জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এই পরিবেশ তৈরী করা আপনার-আমার ঈমানী দায়িত্ব। খিলাফতের রাজনীতি আল্লাহ্‌র ভয়ের ভিত্তিতে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি। খিলাফতের রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে দুর্নীতি ও দলাদলিমুক্ত একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই সরকার কখনোই দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কোন বিদেশী শক্তিকে হস্তক্ষেপ করতে দিবেনা। আর একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থাই জনগণকে ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে দৃঢ়তার সাথে সকল সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম।

আমরা আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে বিগত ১৫ বছরের বিএনপি-আওয়ামী নেতৃত্বাধীন প্রচলিত শাসনব্যবস্থা চলতে থাকলে অতীতের মত এখন যে হানাহানি ও দেশ ধ্বংসের রাজনীতি দেখছেন, আগামী দিনেও তাই ঘটতে থাকবে। তাই আগামী নির্বাচনে দেশে খিলাফতের রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জনগণের পক্ষ থেকে আমরা আপনার কাছে নিম্নোক্ত দাবীগুলো জানাচ্ছি:

১. কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে সমস্ত আইন-কানুন তৈরী ও সরকার পরিচালনা করতে হবে।
২. দলীয় স্বার্থ ও লুটপাটের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। বিএনপি-আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন লুটপাট, হানাহানি ও দেশ ধ্বংসের রাজনীতি অবিলম্বে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।
৩. খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ গণমানুষের সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৪. দেশ, জাতি ও ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন বিদেশী অপশক্তির কাছে মাথা নত করা চলবে না।
৫. দেশের অর্থনীতি তথা জাতীয় সম্পদের উপর বিদেশী দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া যাবে না।

দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আপনার দিকে সমগ্র দেশবাসী অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। দেশী-বিদেশী কোন চাপে মাথা নত না করে শুধুমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ সুবহানাহুওয়াতা'য়ালার ভয়ে উপরোক্ত দাবীগুলো দেশের রাজনীতিতে আপনি বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে আসুন। এই দাবীগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণ দলীয় স্বার্থ, জুলুম ও লুটপাটের রাজনীতির হাত থেকে মুক্তি পাবে। আসুন, আমরা গণমানুষের মুক্তি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে খিলাফতের রাজনীতির পরিবেশ তৈরী করি।

ধন্যবাদান্তে,

মহিউদ্দিন আহমেদ
প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র

অনুলিপি :
১. সংবাদ মাধ্যমসমুহ
২. বিভিন্ন রাজনৈতিক দল
৩. বিভিন্ন পেশাজীবি ও সামাজিক সংগঠন